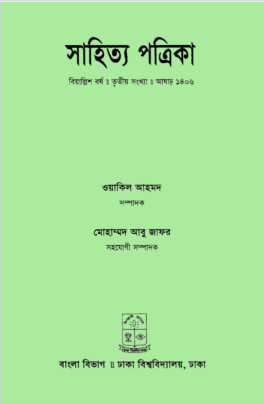

Vol. 42 | No. 3 | 1999

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রাজা রুদ্রমাণিক্য : কবি ও কাব্য

Volume	42
Issue	3
Year	1999
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	দুলাল ভৌমিক
Published online	June 1, 1999
DOI	10.62328/sp.v42i3.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v42i3.6
Pages	119-146
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

রাজা রুদ্রমাণিক্য : কবি ও কাব্য

দুলাল ভৌমিক[*]

কবি-পরিচিতি

কবি রুদ্রমাণিক্য ছিলেন ভুলুয়ার[১] মাণিক্য রাজবংশের শেষ নরপতি। তাঁর কাল ১৭শ শতকের শেষভাগ থেকে ১৮শ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত। পিতামহ লক্ষ্মণমাণিক্য ছিলেন বাংলার বারভূঞার অন্যতম বলে খ্যাত।[২] লক্ষ্মণমাণিক্যের চার পুত্র — ধন্যমাণিক্য, চন্দ্রমাণিক্য, বিজয়মাণিক্য এবং অমরমাণিক্য। রুদ্রমাণিক্য বিজয়মাণিক্যের পুত্র। কবি তাঁর কাব্যের ৪-৮ নং শ্লোকে পিতামহ, পিতৃদেব এবং নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষায় লক্ষ্মণমাণিক্য ছিলেন বীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সুপুরুষ, কীর্তিমান; এবং তাঁর যশ-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর বিক্রমের নিকট শত্রুসৈন্যরা দলে দলে ভূপাতিত হত। তাঁর পিতাও ছিলেন ভুলুয়ার রাজা — সদ্‌গুণে গুণান্বিত এবং বিক্রমশালী। তিনি দানে ছিলেন কর্ণতুল্য, পরাক্রমে ভীমতুল্য, যুদ্ধবিদ্যায় পার্থতুল্য, রূপে কন্দর্পবৎ এবং ধর্মে ধর্মরাজতুল্য। তাঁর পুত্র কবি স্বয়ং *অপদেশীয়শতশ্লোকমালিকা* রচনা করেন।

রুদ্রমাণিক্যের কোন সন্তান ছিল কি-না তা জানা যায় না। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী শশীমুখী ১৭৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুনামের সঙ্গে রাজত্ব করে কাশীবাসিনী হন।[৩] তাঁর কোন পুত্র-কন্যা থাকলে পিতার মৃত্যু কিংবা মাতার কাশীবাস প্রসঙ্গে উল্লিখিত হত।

---

* অধ্যাপক, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

১. বর্তমান নোয়াখালি অঞ্চলে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত 'ভুলুয়া' নামে একটি রাজ্য ছিল। চতুর্দশ খ্রিস্টাব্দে মিথিলা থেকে আগত বিশ্বম্বর শূর এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

২. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য অবশ্য বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে বলেছেন, বাংলার বারভূঞার অন্যতম লক্ষ্মণমাণিক্য নন, ছিলেন তাঁর পিতা গন্ধর্বমাণিক্য। (দ্র. ভুলুয়ার রাজবংশ ও বারাহী দেবী, *প্রবাসী*, দ্বিতীয় খণ্ড, কার্তিক-চৈত্র, ১৩৫৩)

৩. দ্র. দুলাল ভৌমিক, *রঘুনাথ কবিতার্কিক বিরচিত কৌতুকরত্নাকর*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮, পৃ. ১৩

শুধু রুদ্রমাণিক্যই নন, তাঁর পিতামহ লক্ষ্মণমাণিক্য এবং দুই পিতৃব্য চন্দ্রমাণিক্য ও অমরমাণিক্যও কবি ছিলেন। তাঁরা সংস্কৃত ভাষায় কাব্যচর্চা করেছেন। লক্ষ্মণমাণিক্য দুটি নাটক ও একটি কাব্য, চন্দ্রমাণিক্য একটি কাব্য[৪] এবং অমরমাণিক্য একটি নাটক রচনা করেন।[৫] এগুলির পুথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপি শাখায় সংরক্ষিত আছে। একই রাজবংশে সমকালে চারজন কবির আবির্ভাব অসাধারণ ব্যাপারই বটে। শুধু তা-ই নয়, রাজা লক্ষ্মণসেনের অনুকরণে লক্ষ্মণমাণিক্যও তাঁর রাজসভা পঞ্চরত্নে সজ্জিত করেছিলেন বলে জানা যায়।[৬] তাঁদের অন্যতম রঘুনাথ কবিতার্কিক রচিত একটি প্রহসন *কৌতুকরত্নাকরে*-ও লক্ষ্মণমাণিক্য ও তাঁর পিতা গন্ধর্বমাণিক্য এবং ভুলুয়া সম্পর্কে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। এসব থেকেই বোঝা যায়, ভুলুয়া তখন শিক্ষা-দীক্ষায় কতটা উন্নত ছিল। মাণিক্য রাজাদের উৎসাহ এবং প্রচেষ্টায় তখন ভুলুয়ায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি চমৎকার পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল - যার বাতাবরণে লালিত এবং বিকশিত হয়েছে কবি রুদ্রমাণিক্যের কবি-সত্তা।

কাব্য পড়ে কবিকে চেনা যায় - কথাটি বহুল প্রচলিত। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কবির ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস কাব্যে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে প্রতিফলিত হয়। রুদ্রমাণিক্যের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। প্রথম দুটি শ্লোকেই তাঁর উপাস্য দেবতার নাম পাওয়া যায় — গজানন ও গিরিশ। সংস্কৃত কবিদের প্রথা[৭] অনুযায়ী কাব্যের প্রারম্ভে তিনি এই দুই দেবতার উদ্দেশে প্রণতি জানিয়ে কাব্য রচনা শুরু করেছেন।

কাব্য-পরিচিতি

অপদেশীয়শতশ্লোকমালিকা একটি শতককাব্য। শতককাব্য সংস্কৃত সহিত্যের এক বিশেষ ধারা। সংস্কৃত আলঙ্কারিক পরিভাষায় এর নাম মুক্তক কাব্য। মুক্তক কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য শ্লোকগুলির পারস্পরিক অর্থনিরপেক্ষতা। প্রতিটি শ্লোক একেকটি সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে, এজন্য পূর্বাপর শ্লোকের অপেক্ষা

---

৪. চন্দ্রমাণিক্যের কাব্য *অপদেশশতক* ড. কল্পনা ভৌমিকের সানুবাদ সম্পাদনায় ১৯৯৪ সনে বাংলা একাডেমী থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

৫. দ্র. দুলাল ভৌমিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯, ১৩, ১৪

৬. ঐ, পৃ. ৯

৭. সংস্কৃত কবিরা যে-কোন রচনার প্রারম্ভে স্ব-স্ব ইষ্ট দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে রচনা শুরু করেন, যাকে বলা হয় মঙ্গলাচরণ। এ উদ্দেশ্যে যে শ্লোক রচিত হয় তার নাম মঙ্গল বা নান্দী শ্লোক।

করতে হয়না। জগৎ, জীবন, সংসার, সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত প্রভৃতি বিষয়ে কবির একান্ত অনুভূতির অকৃত্রিম প্রকাশ ঘটে এই মুক্তক কাব্যে। কাহিনী-কাব্যে বা বিষয়-প্রধান কাব্যে কবিকে অনেক সময় কৃত্রিমতার আশ্রয় নিতে হয়; ভাবের চেয়ে যুক্তির এবং বক্তব্যের সামঞ্জস্য রক্ষার্থে সচেতন প্রচেষ্টার ছাপ পড়ে এক্ষেত্রে। সযত্ন রচনায় কবিকে পাওয়া যায়, তাঁর কবি-সত্তা প্রতিফলিত হয়, তাঁর পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হয়। কিন্তু কবি-সত্তার অন্তরালে যে মানব-সত্তাটি থাকে তার পরিচয় পাওয়া যায়না। কারণ, মানুষ যতক্ষণ সচেতন থাকে ততক্ষণ তার প্রকৃত স্বরূপটি থাকে আচ্ছন্ন, অবরুদ্ধ — প্রকাশের পথ পায় না; সে প্রকাশ পায় তার অবচেতন বা অসতর্ক মুহূর্তে। তখন মনের কথা সহজ-সরলভাবে প্রকাশিত হয়। মুক্তক কাব্যও কবির আন্তর ভাবনা এবং একান্ত অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। কবির মানস-যন্ত্রে যখন যেভাবে যা ধরা পড়ে তিনি তা-ই অনাড়ম্বরে প্রকাশ করেন একেকটি শ্লোকের মাধ্যমে। এজন্যই প্রত্যেকটি শ্লোক হয় অর্থ প্রকাশে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীন; অর্থ প্রকাশহেতু কেউ কারও অপেক্ষা করেনা, প্রত্যেকেই মুক্ত। একারণেই এ শ্রেণীর রচনার নাম হয়েছে মুক্তক। আর যেহেতু এ শ্রেণীর রচনায় প্রকাশ পায় জীবন, জগৎ, সমাজ ইত্যাদি সম্পর্কে কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা, সেহেতু এগুলি পাঠক-চিত্তকে চমৎকৃত করার ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়। তাই সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ একে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে : 'মুক্তকং শ্লোক একৈকশ্চ-মৎারক্ষমঃ সতাম্' (অগ্নিপুরাণ) - সহৃদয় কাব্যরসিকদের চমৎকারিতা সৃষ্টিকারী একেকটি শ্লোকই হচ্ছে মুক্তক। মুক্তকের স্বরূপ সম্পর্কে অন্যরা যা বলেছেন তা হলো : 'মুক্তকমেকং সুভাষিতমুচ্যতে' (বাদিজঙ্ঘাল দেব)-একটিমাত্র সুভাষণকে বলে মুক্তক, 'মুক্তকমিতরাননপেক্ষমেকং সুভাষিতম্' (বাচস্পতি) - অন্যনিরপেক্ষ একটিমাত্র সুভাষণকে বলে মুক্তক, মুক্তকং বাক্যান্তরনিরপেক্ষো যঃ শ্লোকঃ' - অর্থ প্রতীতির জন্য যে শ্লোক অন্য বাক্যের ওপর নির্ভরশীল নয় তাই মুক্তক, 'একেন ছন্দসা বাক্যার্থসম্পৃক্তৌ মুক্তকম্'-একটিমাত্র ছন্দে রচিত যে পদ্যের বাক্যার্থের সম্পূর্ণতা রয়েছে তা-ই মুক্তক, 'ছন্দোবদ্ধপদং পদ্যং তেনৈকেন চ মুক্তকম্' (সাহিত্যদর্পণ-৬/৩১৪)-ছন্দোবদ্ধ পদ পদ্য এবং একেকটি পদ্য মুক্তক ইত্যাদি।

সংস্কৃত সাহিত্যে শতককাব্যের সংখ্যা অনেক। ভর্তৃহরির *শৃঙ্গারশতক*, *নীতিশতক* ও *বৈরাগ্যশতক*, অমরুর *অমরুশতক*, বাণভট্টের *চণ্ডীশতক*, ময়ূরের *সূর্যশতক*, শিল্হনের *শান্তিশতক*, চন্দ্রমাণিক্যের *অপদেশশতক*,

দ্বিজরাম শর্মার *কীর্তিশতক*[৮] ইত্যাদি। শতককাব্যসমূহের মধ্যে ভর্তৃহরির শতকত্রয় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। পরবর্তীকালের শতককাব্যসমূহ মূলত ভর্তৃহরির *নীতিশতকের* অনুসরণে রচিত। রুদ্রমাণিক্যের *অপদেশীয়শতশ্লোকমালিকা*-য়ও *নীতিশতকের* প্রভাব রয়েছে।

শতককাব্যে পরস্পর অর্থনিরপেক্ষ একশত শ্লোক থাকে বলেই এর নাম হয়েছে শতককাব্য। রুদ্রমাণিক্যের *অপদেশীয়শতশ্লোকমালিকা*-ও যেহেতু শতককাব্য সেহেতু এতে হয়তো একশত শ্লোকই ছিল, কিন্তু এর যে একটিমাত্র পুথি পাওয়া গেছে তা খণ্ডিত; এতে ৭০টি শ্লোক সম্পূর্ণ এবং ৭১ নং শ্লোকের প্রথম দুই চরণ পর্যন্ত আছে।

কাব্যটিতে প্রচুর উপমা ব্যবহৃত হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন প্রসঙ্গ কবি প্রাসঙ্গিক উপমার মাধ্যমে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের চিন্তা-চেতনা, মানসিকতা, আচরণ, কর্ম ইত্যাদি পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ এমনকি দেবতার রূপকে প্রকাশ করেছেন।

কবির নিকট রূপের চেয়ে গুণই সমধিক প্রাধান্য পেয়েছে। পরপর কয়েকটি শ্লোকে উদাহরণ-প্রত্যুদাহরণের মাধ্যমে তিনি তা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, যে-কারো মধ্যে দোষ-গুণ উভয়ই থাকতে পারে, তবে দোষকে পরিহার করে তার গুণটুকুই গ্রহণ করতে হবে। জন্ম যেখানেই এবং চেহারা যেমনই হোক, গুণ থাকলে সকলেই তার প্রশংসা করে। কাক এবং কোকিলের দৃষ্টান্তে তিনি বলেছেন — অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাদৃশ্য থাকলেই যে-কোন দুজনের মধ্যে তুলনা চলেনা, তুলনা হয় কর্মে।[৯]

শিবের গরলপানের দৃষ্টান্তে কবি বলেছেন, সমাজে এমন লোকও আছেন যাঁরা সাধারণের কল্যাণের জন্য নিজের কল্যাণ বিসর্জন দেন; অন্যকে অমৃতপানের সুযোগ দিয়ে নিজে গরল পান করেন।[১০]

রাম এবং চন্দ্রের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে কবি বলেছেন, যাঁরা সজ্জন তাঁরা স্বয়ং বিপদ্‌গ্রস্ত হলেও অন্যের বিপদে নিশ্চেষ্ট থাকেন না; নিজের আনন্দে বিঘ্ন

---

৮. এর ওপর অভিসন্দর্ভ রচনা করে মনোরঞ্জন ঘোষ ১৯৯৯ সনে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন

৯. দ্র. শ্লোক ১২, ১৩

১০. দ্র. শ্লোক ১৫-১৭

ঘটলেও কিংবা নিজে নিরানন্দে থাকলেও অন্যকে আনন্দ দিতে কার্পণ্য করেন না।[১১]

সমাজে বিচিত্র স্বভাবের মানুষ সম্পর্কে কবির অভিজ্ঞতা হয়েছে। সজ্জনের সঙ্গ লাভ করেও অসজ্জন অসজ্জনই থাকে, আবার অসজ্জনের সঙ্গলাভ হলেও সজ্জনের সজ্জনত্ব লোপ পায় না। আবার সমাজে এমন ব্যক্তিও আছেন যাঁর নিকট উত্তম, মধ্যম, অধম সকলেই আশ্রয় পায়, যেমন একই সমুদ্রে আশ্রয় পায় শঙ্খ, শামুক ও মাছ।[১২]

যিনি যে পর্যায়ভুক্ত তাঁর কাজও তেমনি হওয়া বাঞ্ছনীয়, নাহলে নিন্দাভাজন হতে হয়। এ বিষয়টি কবি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন মৃগরাজ কর্তৃক হরিণশিশু, শূকরছানা কিংবা খরগোস হত্যা করার দৃষ্টান্তে।[১৩]

আবার বিশেষজ্ঞদের মাঝে গিয়ে স্বল্পজ্ঞদের কিংবা শক্তিমানের কাছে গিয়ে দুর্বলের আস্ফালন সমীচীন নয়, যেমন নয় সিংহশাসিত অঞ্চলে গিয়ে মৃগশিশুর লম্ফ-ঝম্প।[১৪]

সমাজে কিছু কিছু লোক আছে যারা প্রকৃত জ্ঞানি-গুণীর মর্যাদা দেয় না, যথার্থভাবে তাদের মূল্যায়ন করে না, এটা কোনক্রমেই মঙ্গলজনক নয়। আবার কেউ কেউ আছে জনে জনে ঘুরে ঘুরে কেবল উপকারই নেয়, কিন্তু প্রত্যুপকার দূরের কথা কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেনা। ফুল এবং মৌমাছির দৃষ্টান্তে কবি এ প্রসঙ্গটি তুলে ধরে কবি-প্রতিভার যথার্থ স্বাক্ষর রেখেছেন।[১৫]

মানুষের অভাববোধ না থাকলে আনন্দ জন্মায় না, অভাবপূরণই আনন্দ। এই আনন্দের পরে নতুন অভাব সৃষ্টি না হলেই আবার নিরানন্দ। এ প্রসঙ্গটি কবি একটিমাত্র শ্লোকে বিস্ময়করভাবে প্রকাশ করেছেন অমাবস্যার পরে পূর্ণ চন্দ্রোদয়ের দৃষ্টান্তে।[১৬]

কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ না হওয়া পর্যন্ত মানুষ সন্তুষ্ট হয় না, দিনের পর দিন সে অপেক্ষায় থাকে। এ বিষয়টি কবি তুলে ধরেছেন মেঘ এবং চাতকের দৃষ্টান্তে। কথিত আছে মেঘের জল ব্যতীত চাতক অন্য জল পান করে না।

---

১১. দ্র. শ্লোক ১৮, ১৯
১২. দ্র. শ্লোক ২, ২২, ২৫-২৭
১৩. দ্র. শ্লোক ৩৩, ৩৫
১৪. দ্র. শ্লোক ৩৭
১৫. দ্র. শ্লোক ৩৮-৪৫, ৫৭-৬১
১৬. দ্র. শ্লোক ৪৭

তাই শীত-গ্রীষ্ম অতি কষ্টে কাটিয়ে বর্ষায় সে তার কাঙ্ক্ষা পূরণের আশায় বুক বেঁধে থাকে।[১৭]

মাতৃ-পিতৃহীন শাবকের অসহায় অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে ছোট্ট একটি শ্লোকে রাজহংসশিশুর দৃষ্টান্তে। কবি বলেছেন, অদ্যাপি এর পাখা গজায়নি, হঠাৎ যদি এর পিতা-মাতা মারা যায় তাহলে এর পরিণাম কি হবে?[১৮]

সমাজে মানী ব্যক্তিরই অসম্মানের ভয় থাকে, সামান্য দোষও তার ক্ষেত্রে নিন্দার কারণ হয়। এ প্রসঙ্গটি কবি তুলে ধরেছেন চাঁদের গায়ে কলঙ্ক চিহ্নের উদাহরণে। তাই মানী ব্যক্তিকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়।[১৯]

সমাজে এমন কিছু মানুষ আছে যাঁরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য সব কিছু করতে পারে, কিন্তু সিদ্ধিলাভ হলে সিদ্ধিদাতার কথা আর মনেও করেনা, ফুলের মধু শেষ হয়ে গেলে ভ্রমর যেমন তার কাছেও যায় না।[২০]

এভাবে দেখা যায় পশু-পাখি, লতা-পাতা, ফুল-ফল, কীট-পতঙ্গাদির প্রতীকে কবি মূলত মানব চরিত্রকেই তুলে ধরেছেন তাঁর কাব্যে। মানব-মনস্তত্ত্ব চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে এককেটি পরস্পর নিরপেক্ষ কবিতায়।

ছন্দ-অলঙ্কার

কাব্যটির ৭১টি শ্লোকে ১৫টি ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তন্মধ্যে 'শ্লোক' ছন্দের সংখ্যাই অধিক - ১৪ বার। এ থেকে বোঝা যায়, ছোট ছন্দ ব্যবহারের প্রতি কবির আসক্তি ছিল। শ্লোক ছন্দের প্রতিচরণে ষষ্ঠ বর্ণ গুরু, পঞ্চম বর্ণ লঘু এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে সপ্তম বর্ণ লঘু মাত্রার হয়।

কাব্যটিতে প্রচুর উপমালঙ্কার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রায় প্রতিটি শ্লোকে উপমা ব্যবহারের মাধ্যমে কবি তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন এবং অলঙ্কার প্রয়োগে সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন :

আশ্রিত্য মহতশ্ছায়ামুত্তমাধমমধ্যমাঃ।
তিষ্ঠন্তি শঙ্খশম্বুকমীনাদয় ইবার্ণবে॥২৫॥

---

১৭. দ্র. শ্লোক ৪৮-৫১
১৮. দ্র. শ্লোক ৫৪
১৯. দ্র. শ্লোক ৬৫
২০. দ্র. শ্লোক ৬৭, ৬৮

[সমুদ্র যেমন শঙ্খ, শামুক এবং মাছ সকলকেই আশ্রয় দেয়, তেমনি মহৎ ব্যক্তিও উত্তম, মধ্যম এবং অধম সকলকেই আশ্রয় দেয়।] এখানে সমুদ্রের সঙ্গে মহৎ ব্যক্তির এবং শঙ্খাদির সঙ্গে উত্তমাদি ব্যক্তির তুলনা করা হয়েছে।

পুথি-পরিচিতি

পুথিটি তুলট কাগজে উভয় পৃষ্ঠায় সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত। ষষ্ঠ পত্রের অর্ধেক পর্যন্ত পাওয়া গেছে। পত্রের আকার ৪০×৬.৭ সেমি। প্রতি পত্রে ৬টি করে পঙ্‌ক্তি রয়েছে। পত্রের মাঝখানে বর্গাকৃতির ফাঁকা জায়গা রয়েছে এবং ডান পাশে পত্র সংখ্যা লিখিত হয়েছে। কোন কোন পত্রের উপরের ও নিচের ফাঁকা অংশে টীকা লিখিত হয়েছে। শ্লোকশেষে শ্লোক সংখ্যা দেয়া আছে, তবে একটানা লেখা। ঊর্ধ্বরেখা দ্বারা পদগুলো পরস্পর আলাদাভাবে চিহ্নিত।

যেহেতু শেষপত্র নেই, সেহেতু এর লিপিকাল সঠিক বলা না গেলেও অষ্টাদশ শতক হবে বলে অনুমান করা যায়। পুথির অবস্থা মধ্যম। কোন কোন স্থানে লেখা মুছে যাওয়ায় পাঠোদ্ধার দুরূহ হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংযোজন সংখ্যা ৪৩৩১।

সম্পাদনা পদ্ধতি

কাব্যটির যেহেতু একটিই পুথি পাওয়া গেছে সেহেতু তুলনামূলক পাঠ তৈরি করা সম্ভব হয়নি, একটিমাত্র পুথির ওপর ভিত্তি করেই পাঠ তৈরি করতে হয়েছে।

পুথিটিতে প্রচুর বানান ও ব্যাকরণগত ভুল রয়েছে। ভুলগুলো পাদটীকায় দেখিয়ে যথাস্থানে শুদ্ধ রূপটি লিখিত হয়েছে।

পুথির কোথাও কোথাও রেফযুক্ত বর্ণের দ্বিত্ব হয়েছে, কোথাও হয়নি। তাই সম্পাদিত পাঠে বর্ণের দ্বিত্ব বর্জন করা হয়েছে। চরণশেষে সর্বত্র অনুস্বার (ং) লিখিত হলেও নিয়মানুযায়ী ম্-ই ব্যবহার করা হয়েছে।

বিসর্গ-সন্ধির ক্ষেত্রে কোথাও লুপ্ত অ (ঽ) ব্যবহৃত হয়েছে, কোথাও হয়নি। সম্পাদিত পাঠে সর্বত্রই লুপ্ত অ (ঽ) ব্যবহৃত হয়েছে, যেহেতু লুপ্ত অ (ঽ) ব্যবহারে সংশ্লিষ্ট সন্ধির বিষয়টি সহজবোধ্য হয়।

কোন কোন শ্লোকে একটি বা দুটি বর্ণ বা শব্দ বাদ পড়েছে কিংবা মুছে গেছে। সেসব ক্ষেত্রে অর্থ-সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় বর্ণ বা শব্দ যোগ করে

তৃতীয় বন্ধনী দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। কোন কোন শ্লোকে চরণাংশ সঠিকভাবে পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি কিংবা পাঠোদ্ধার সম্ভব হলেও অর্থোদ্ধার সম্ভব হয়নি। সেসব ক্ষেত্রে কোথাও ভাবার্থ করা হয়েছে, আবার কোথাও অর্থ করা আদৌ সম্ভব হয়নি। সংশ্লিষ্ট স্থানে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

উপসংহার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারসহ দেশের অন্যান্য গ্রন্থাগার এবং সংগ্রহশালায় এখনও যেসব সংস্কৃত গ্রন্থ পাণ্ডুলিপির পাতায় আবদ্ধ হয়ে আছে সেগুলো সম্পাদিত এবং বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভাণ্ডার যেমন সমৃদ্ধ হবে, তেমনি উদ্ঘাটিত হবে বাঙালি কর্তৃক বঙ্গে সংকৃত চর্চার ইতিহাসও। এর মাধ্যমে আমাদের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহিত্যচর্চা ইত্যাদির অতীত ইতিহাস সম্পর্কেও অবগত হওয়া যাবে। যেমন এই পুথিটি সম্পাদনার মাধ্যমে ভুলুয়ার মাণিক্য রাজবংশের রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য, বিজয়মাণিক্য এবং লেখক রাজা রুদ্রমাণিক্য সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা গেল।

অপদেশীয়শতশ্লোকমালিকা

পুরন্দরপুরঃসরামরকিরীটকোটিস্ফুর-
ণ্মণিপ্রচয়শোভয়া রুচিরপাদপঙ্কেরুহঃ।
গিরীন্দ্রতনয়াত্মজঃ সকলকার্যসিদ্ধিপ্রদ-
স্তনোতু ভবতাং শিবং করিবরাননঃ সর্বদা॥১॥

বঙ্গার্থ: দেবরাজের সামনে দেবতাদের মুকুটস্থ কোটি কাটি উজ্জ্বল মণির শোভায় রমণীয় যাঁর পদপঙ্কজ, যিনি সকল কর্মের সিদ্ধি প্রদান করেন সেই পার্বতীপুত্র গজানন সর্বদা আপনাদের মঙ্গল করুন। [পৃথ্বী]

ত্রিনয়নমগুণং মহাগুণাঢ্যং
ত্রিদশগণৈরভিসেবিতাঙ্ঘ্রিযুগ্মম্।

গিরিবরতনয়ান্বিতার্ধদেহং
গিরিশমনন্তমহং[২১] সদা নতোঽস্মি॥২॥

বঙ্গার্থ : ত্রিনয়ন, নির্গুণ অথচ মহাগুণবান, গিরিরাজকন্যা উমার সঙ্গে অর্ধদেহে বিরাজমান, দেবগণ যাঁর পদযুগল সেবা করেন সেই অনন্ত গিরিশকে আমি সদা নমস্কার করি। [উপজাতি]

দ্রষ্টুং সেন্দ্রৈরপি সুরগণৈঃ প্রার্থ্যতে যন্নিতান্তং
যোগীন্দ্রাণাং হৃদয়মধুপস্যাপি যদ্যোগগম্যম্।
নত্বা শুদ্ধিঃ সকৃদপি নরৈর্লভ্যতে যত্তু তন্মে
সান্দ্রানন্দং কলয়তু সদা পার্বতীপাদপদ্মম্॥৩॥

বঙ্গার্থ : ইন্দ্রসহ দেবগণ যাকে দেখার জন্য আকুল প্রার্থনা করেন, যোগিশ্রেষ্ঠদের হৃদয়-ভ্রমরও যাকে কেবল যোগের মাধ্যমেই দেখতে পায়, শুদ্ধচিত্ত লোকেরা প্রণত হয়ে একবার যাকে লাভ করতে পারে — আমার সেই পার্বতীপাদপদ্ম সর্বদা নিবিড় আনন্দ দান করুক। [মন্দাক্রান্তা]

শূরান্ববায়ার্ণবপুণ্ডরীক-
মিবানিশং শ্রীবিহিতাধিবাসঃ।
সৎকীর্তিকিঞ্জল্কবিশোভিতাশঃ
শ্রীলক্ষ্মণাখ্যা [বণিজানিরাসীৎ][২২]॥৪॥

বঙ্গার্থ : শূরকুলার্ণবে সর্বদা শ্বেতপদ্মসম সৌন্দর্যমণ্ডিত যাঁর অবস্থান, যাঁর সুকীর্তিরূপ নাগকেশর দ্বারা সুশোভিত দিক্‌সকল — তিনি লক্ষ্মণমাণিক্য...। [উপজাতি]

কোদণ্ডোৎকৃষ্টকাণ্ডপ্রবলহুতবহস্পর্শমাত্রেণ সদ্যো
যস্য ক্ষ্মাচক্রভর্তুঃ সমিতিশলভতাং[২৩] শত্রুসংহা লভন্তে।

---

২১. মূলে অস্পষ্ট, তাই অর্থসঙ্গতি রেখে পূরণ করা হলো।
২২. পাঠোদ্ধার ত্রুটিপূর্ণ, তাই অর্থও দুর্বোধ্য।
২৩. মূলে 'সলভাং', অর্থ দুর্বোধ্য।

কুন্দেন্দ্বক্ষীব শম্ভুস্মিতবিধুবিশদৈর্জৃম্ভমাণৈর্যশোভিঃ
পূর্ণং ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডং প্রতিদিনমভিতস্তন্দিনত্বং প্রয়াতি॥৫॥

বঙ্গার্থ : যাঁর ধনু থেকে উত্থিত প্রবল বহ্নিস্পর্শে তৎক্ষণাৎ পতঙ্গের ন্যায় পুড়ে মরে পৃথিবীর শত্রুরাজগণ, যাঁর চোখদুটি কুন্দেন্দুসম, যাঁর শিবের স্মিতহাসি এবং চাঁদের ন্যায় শুভ্র ও সুপ্রকাশ যশসমূহে প্রতিদিন ব্রহ্মাণ্ড সর্বদিকে পরিপূর্ণ হয় ... । [স্রগ্ধরা]

আসীত্তস্য তনুজন্মা সদ্গুণান্বিতবিগ্রহঃ।
শ্রীবিজয়মাণিক্যভূপতিঃ খ্যাতবিক্রমঃ॥৬॥

বঙ্গার্থ : তাঁর পুত্র ছিলেন বিজয়মাণিক্য - সদ্গুণে গুণান্বিত এবং একজন বিক্রমশালী রাজা। [শ্লোক]

দানৈঃ কর্ণসমঃ পরাক্রমভরৈর্ভীমোপমেয়ো ধনু-
র্বিদ্যায়ামপি ফাল্গুণেন সদৃশো রূপেণ কন্দর্পবৎ।
ধর্মৈর্ধর্মধুরন্ধরেণ সহজঃ কুন্দেন্দুকম্বুপ্রভাং
কীর্ত্তিং বর্ণয়িতুং ন যস্য সুচিরাৎ শক্নোতি নাগাধিপঃ[২৪]॥৭॥

বঙ্গার্থ : দানে কর্ণসম, পরাক্রমে ভীমতুল্য, ধনুর্বিদ্যায় অর্জুনতুল্য, রূপে কামদেবতুল্য, ধর্মে ধর্মরাজতুল্য ... যাঁর কুন্দেন্দুকম্বুরূপ কীর্তি বর্ণনা করতে দীর্ঘকালাবধি নাগরাজও সক্ষম নন। [শার্দূলবিক্রীড়িত]

তস্যাত্মজেন শ্রীরুদ্রমাণিক্যেনাধুনা মুদা।
বিতন্যতেঽপদেশীয়শতশ্লোকমালিকা॥৮॥

বঙ্গার্থ : তাঁর পুত্র শ্রীরুদ্রমাণিক্য এখন সানন্দে *অপদেশীয়শতশ্লোকমালিকা* রচনা করছেন। [শ্লোক]

---

২৪. নাগরাজ অনন্তের সহস্র ফণা, তাই সহস্র মুখ; বিজয়মাণিক্যের যশ-খ্যাতি এবং গুণাবলি এতই ব্যাপক ছিল যে তা প্রকাশ করা একমুখ মানুষ থাক দূরের কথা, সহস্রমুখ নাগরাজের পক্ষেও সম্ভব নয়।

সেয়ং কাব্যগুণৈর্যুক্তা সুবর্ণরচিতা সদা।
বিদুষাং হৃদয়োল্লাসমাতনোতু নবং নবম্‌॥৯॥

বঙ্গার্থ : কাব্যগুণসমৃদ্ধ এবং যথাযোগ্য বর্ণে রচিত এই সেই মালিকা বিদ্বানদের হৃদয়ে সর্বদা নতুন নতুন আনন্দ বিস্তার করুক। [শ্লোক]

সাধুস্বভাবস্তু গুণং পরেষাং
বিভর্তি দোষং ন কদাপি নূনম্‌।
কালোরগশ্বাসসমীরিতোঽপি
সুশীতলশ্চন্দনগন্ধবাহঃ॥১০॥

বঙ্গার্থ : সজ্জনদের স্বভাব কেবল অন্যের গুণটুকুই গ্রহণ করা, নিশ্চয়ই তার দোষ নয়; কালসাপের শ্বাস-তাড়িত (বিষযুক্ত) হলেও চন্দনবায়ু সুশীতলই। [উপজাতি]

রূপেণ কিং স্যাদ্‌গুণবর্জিতানাং
গুণৈরুপেতাঃ সকলা ভজন্তে।
সৌরভ্যলেশৈ রহিতং সুদৃশ্যং
জবাপ্রসূনং ন হি যান্তি ভৃঙ্গাঃ॥১১॥

বঙ্গার্থ : গুণ না থাকলে শুধু রূপে কি হয়? সকলে গুণেরই সমাদর করে; সুগন্ধের লেশমাত্রহীন সুদৃশ্য জবাফুলের কাছে ভ্রমর কখনও যায় না। [উপজাতি]

যদি ভবতি গুণাঢ্যশ্চারুরূপৈকপেতঃ
কলয়তি সকলস্তং নীচগেহেঽপি জাতঃ।
প্রথয়তি বিকলত্বং পাদলগ্নেঽপি পঙ্কে
হৃদি কথয় ন কো বা পঙ্কজাতস্তনোতি॥১২॥

বঙ্গার্থ : ছোটঘরে জন্ম হলেও রূপে-গুণে যদি পূর্ণ হয়, তাহলে সকলেই তাকে সম্মান করে; পঙ্ক পা জড়িয়ে ধরলেও সকলে তাকে ঘৃণা

করে, কিন্তু সেই পঙ্কে জাত পঙ্কজ কার হৃদয়ে না আনন্দ দেয়। [মালিনী]

কদাপি গুণিনাং তুলামবয়বাদিনাং স্যাদহো
তনোতি হি নির্গুণৈর্যদি ভবেৎ স্বয়ং সদ্‌গুণঃ।
সুচারুবদতাং তুলাং জগতি বর্ণসাদৃশ্যতঃ
করোতি করটৈঃ সমং কথয় কোকিলানান্তু কঃ॥১৩॥

বঙ্গার্থ : অবয়বের সাদৃশ্যহেতু নির্গুণদের সঙ্গে গুণীদের কখনও তুলনা হয়না, যদিও বা হয় তাহলে তার দ্বারা বরং গুণীদের সদ্‌গুণই স্বতঃ প্রকাশিত হয়; জগতে কাক এবং কোকিলের বর্ণসাদৃশ্যহেতু কেউ কি কাকের সঙ্গে কোকিলের মিষ্টি সুরের তুলনা করে? [পৃথ্বী]

অতীবমহিমান্বিতো যদি ভবেৎ স্বয়ং সর্বদা
ধ্রুবং গুণিগণাদহো কলয়তি প্রসাদং পুনঃ।
ন ভাতি বরবর্ণিনীবিততপীনবক্ষোরুহ-
স্ফুরল্ললিতমৌক্তিকগ্রথিতমালয়া কিং বদ॥১৪॥

বঙ্গার্থ : নিজে মহিমান্বিত হলে নিশ্চয়ই গুণীদের কাছ থেকে সর্বদা প্রশংসা পাওয়া যায়; সুন্দরীর প্রশস্ত ও প্রসারিত স্তনযুগলের সৌন্দর্য যদি স্ফুরিতই না হয় তাহলে মনোহর মুক্তামালায় কি লাভ বল? [পৃথ্বী]

ত্যক্ত্বা মহামণিগণাচিতহেমমালাং
ধত্তে সদোরসি মহোরগভোগহারম্‌।
হালাহলং পিবসি সান্দ্রসুধাং বিহায়
কীদৃগ্বিচেষ্টিতমহো তব দেবদেব॥১৫॥

বঙ্গার্থ : মূল্যবান মণিসমূহে তৈরি স্বর্ণহার ছেড়ে সর্বদা বুকে ধারণ করে আছ বিষধর সাপের ফণাহার ; সুমিষ্ট সুধা ছেড়ে পান করছ তীব্র হলাহল — হে মহাদেব! এ কি তোমার বিলাসিতা? [বসন্ততিলক]

কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করং স্বয়মহো শক্তো যদি স্যাদ্ ধ্রুবং
লোকানামুপকারমেব তনুতে মন্যে সদৈব প্রভুঃ।
দৃষ্ট্বা নির্জরপন্নগাসু [বনর][২৫] স্যাতীবপীড়াপ্রদং
ত্রৈলোক্যস্য হিতায় ভূপতিনা পীতং সদা হালাহলম্॥১৬॥

বঙ্গার্থ : প্রভু যদি শক্তিমান হন তাহলে, আমি মনে করি, স্বয়ং অতিশয় কঠিন কাজও সম্পন্ন করে নিশ্চয়ই সর্বদা জগতের উপকার সাধন করেন; মহাদেব ... দেখে ত্রিলোকের হিতকামনায় অতিশয় পীড়াদায়ক হলাহল সর্বদা পান করেন। [শার্দূলবিক্রীড়িত]

শক্তস্য কর্মাণি সুদুষ্করাণ্যহো
নূনং গুণায়ৈব ন দূষণায় বৈ।
দ্রুতং কিলাস্বাদ্য পুরা হলাহলং
মৃত্যুঞ্জয়ত্বং সমবাপ শঙ্করঃ॥১৭॥

বঙ্গার্থ : শক্তিমানের দুরূহ কাজ নিশ্চয়ই মঙ্গলের জন্য, অমঙ্গলের জন্য নয়; পুরাকালে শঙ্কর দ্রুত হলাহল পান করেই অমরত্ব লাভ করেন। [উপজাতি]

প্রভুঃ স্বয়ং কৃচ্ছ্রগতোঽপি নূনং
লোকোপকারং তনুতে নিশাচরান্।
নিহত্য রামো নিবসন্নরণ্যে
নিষ্কণ্টকং দণ্ডমাততান্ সঃ॥১৮॥

বঙ্গার্থ : প্রভু স্বয়ং দুর্দশাগ্রস্ত হলেও জগতের উপকার তিনি ঠিকই করেন; রাম দণ্ডকারণ্যে অবস্থানকালে রাক্ষসদের হত্যা করে বনভূমিকে নিষ্কণ্টক ও প্রসারিত করেন। [উপজাতি]

স্বয়মপি বহুকৃচ্ছ্রং প্রাপ্য লোকোপকারং
দিশতি স হি নিতান্তং যোঽনিশং সৎস্বভাবঃ।

---

২৫. পাঠোদ্ধার ত্রুটিপূর্ণ

বিতরতি নিখিলানাং রাহুণা পীড্যমানোঽ-
প্যহো বিপুলপুণ্যং শীতভানুর্জনানাম্॥১৯॥

বঙ্গার্থ : যিনি সজ্জন তিনি নিজে বিপদ্গ্রস্ত হলেও সর্বদা জগতের মঙ্গল সাধন করেন; চন্দ্রদেব রাহুদ্বারা পীড়িত হয়েও বিশ্বজনের জন্য অজস্র পুণ্য বিতরণ করেন। [মালিনী]

ক্ষুদ্রেণ সার্ধং বসতোঽপি সন্ততং
ন যাতি সাধোর্বিরহং স্বভাবঃ।
কলানিধির্যদ্যপি লাঞ্ছনাঙ্কিত-
স্তথাপি নেত্রোৎসবমাতনোতি॥২০॥

বঙ্গার্থ : দুর্জনের সঙ্গে বাস করলেও সজ্জনের কখনও স্বভাব-বিচ্যুতি ঘটেনা; চাঁদ যদিও কলঙ্কযুক্ত তথাপি সে (মানুষের) নেত্রানন্দ জন্মায়। [উপজাতি]

জনানামানন্দং যদপি নিখিলানাং নয়নয়োঃ
সমন্তাদেকান্তং রচয়তি মনোহারিকিরণৈঃ।
অবিশ্রান্তং দৈবান্নতগিরিগুহায়াং নিবসতঃ
কথং সান্দ্রানন্দং তুহিনকরবিম্বং কলয়তু॥২১॥

বঙ্গার্থ : মনোরম কিরণের দ্বারা অবিরাম একান্তভাবে সর্বত্র নিখিলজনের নয়নের আনন্দ বিধান করলেও, হে চন্দ্রদেব! দৈববশত অবনত গিরিগুহায় অবস্থানকারীর আনন্দ বিধান করবে কিভাবে? [শিখরিণী]

নিত্যং স্থিতস্যাপি মলীমসেন
ন হীয়তে সাধুজনস্য শীলম্।
বিভাতি নূনং বরবর্ণিনীনাং
বিলোচনং মঞ্জুলমঞ্জনেন॥২২॥

বঙ্গার্থ : অধমের সঙ্গে অবস্থান করলেও উত্তমের চরিত্রের কোন অবনতি হয়না; কাজলের সংস্পর্শে সুন্দরীর চোখ আরও মনোহর হয়ে ওঠে। [উপজাতি]

নাতনোতি দৃগানন্দং রাজা কস্যোদয়স্থিতঃ।
তস্মিন্নস্তে কিমন্যস্য ব্যথিতঃ স্যাচ্চ কারকঃ॥২৩॥

বঙ্গার্থ : উত্থানকালীন/উদয়স্থ রাজা/চন্দ্র কার না চোখের আনন্দ জন্মায়? কিন্ত্র তার পতন/ অস্তগমন কি কারও দুঃখের কারণ হয়? [শ্লোক]

কিন্তু রাকাসুধাভানুর্ন কেষাং স্বান্তসম্মদম্।
আতনোতি চকোরাণাং বিশেষং নাত্র সংশয়ঃ॥২৪॥

বঙ্গার্থ : পূর্ণিমার চাঁদ কার হৃদয়ে না আনন্দ দেয়? তবে চকোরদের ক্ষেত্রে যে এর বিশেষত্ব আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। [শ্লোক]

আশ্রিত্য মহতশ্ছায়ামুত্তমাধমমধ্যমাঃ।
তিষ্ঠন্তি শঙ্খশম্বুকমীনাদয় ইবার্ণবে॥২৫॥

বঙ্গার্থ : সমুদ্রে শঙ্খ, শামুক এবং মাছের মতো মহান ব্যক্তির আশ্রয়ে উত্তম, মধ্যম, অধম সকলেই অবস্থান করে। [শ্লোক]

মহৎপদমবাপ্যাপি ভাবং ন মুঞ্চতি।
মজ্জন্ বিষ্ণুপদীতোয়ে কৃষ্ণত্বমিবায়সঃ॥২৬॥

বঙ্গার্থ : বিষ্ণুর চরণামৃতে নিমজ্জিত হয়েও অগুরুকাষ্ঠ যেমন কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনি উচ্চপদ লাভ করেও নিচ ব্যক্তি তার স্বভাব ত্যাগ করতে পারেনা। [শ্লোক]

সহজমলিনভাবাসঙ্গদোষেণ নূনং
ন ভজতি মলিনত্বং কিন্তু সাধুস্বভাবঃ।

চিরদিনমপি কাকেনোষিতঃ কোকিলোঽসৌ
শ্রবণপটুমনোজ্ঞং পঞ্চমং রৌতি নান্যৎ॥২৭॥

বঙ্গার্থ : জন্মগতভাবেই যারা নীচস্বভাবের তাদের সঙ্গে থাকলেও সজ্জনদের চরিত্র মলিন হয়না; দীর্ঘকাল কাকের দ্বারা পরিপালিত এই কোকিল শ্রবণসুখকর মধুর ধ্বনিই করে, অন্য কিছু নয়। [মালিনী]

যস্য যা কিল কুলোচিতা ক্রিয়া
তস্য তত্র সহজা রতির্ভবেৎ।
জাত এব মৃগরাজশাবকঃ
কুঞ্জরেন্দ্রকটপাটনোদ্যতঃ॥২৮॥

বঙ্গার্থ : যার যা বংশগত কাজ তার প্রতি তার সহজাত আসক্তি থাকে; সিংহশাবক জন্মমাত্রই গজরাজের গণ্ডদেশ বিদারণে উদ্যত হয়। [রথোদ্ধতা]

অয়ে মৃগ! কিশোরত্বং কিমুৎপৃষ্ঠঃ প্রধাবসি।
ইদন্তু মৃগরাজস্য জানীহি কেলিকাননম্॥২৯॥

বঙ্গার্থ : ওহে মৃগ! কিশোরত্ব অতিক্রম করে ছুটছ কেন? জেনো, এটা কিন্তু মৃগরাজের লীলাভূমি। [শ্লোক]

মদান্ধকরিপুঙ্গব! প্রবলবৃংহিতং মা কুরু
ত্বদীয়মদসৌরভৈর্বিহিত[সদ্যক্রোধান্বিতঃ][২৬]।
বিহায় গিরিগহ্বরং সুচিরমাশ্রিতং সাম্প্রতং
বহির্ভবতি সত্বরং বিগতনিদ্রকণ্ঠীরবঃ॥৩০॥

বঙ্গার্থ : ওহে মদান্ধ গজরাজ! এত উচ্চগ্রামে শব্দ করো না; তোমার মদসৌরভে ক্রুদ্ধ পশুরাজ দীর্ঘ নিদ্রাভঙ্গে এইতো এক্ষুনি গুহা ছেড়ে বাইরে আসছেন। [পৃথ্বী]

২৬. পাঠোদ্ধার ত্রুটিপূর্ণ

করীন্দ্র কুরু বৃংহিতং বিহর সাম্প্রতং স্বেচ্ছয়া
করেণুবিসরতঃ স্বয়মুপৈতি [যা বস্বিৎ][২৭]।
বিহায় চিরাদতিগবনাদং মুহুর্বিধায়
কিল কেশরী দরবিঘূর্ণমানেক্ষণঃ॥৩১॥

বঙ্গার্থ : হে গজরাজ! গর্জন কর, ঘুরে বেড়াও যথেচ্ছ; ধূলি-ধূসরিত হওয়ায় চিরকালের শৌর্য ত্যাগ করে মুহূর্তকালের জন্য মৃগরাজের ভয়ে চোখ ঘুরছে। (ভাবার্থ)

কণ্ঠীরবরবেণৈব জড়ীভূতোঽসি কুঞ্জরঃ।
কথং ন বিহিতা পূর্বং দূরাপসরণে মতিঃ॥৩২॥

বঙ্গার্থ : হে করিবর! মৃগরাজের শব্দ শুনেই তুমি স্থবির হয়ে গেলে? তবে কেন আগে থেকেই দূরে সরে যাওয়ার বুদ্ধি হলো না? [শ্লোক]

বিপাটনে মত্তকরীন্দ্রকুম্ভয়োঃ
কিম্বা ন প্রকর্ষো নখরাং কুরুস্যতে।
অহো নিহন্তুং মৃগশাবকং রুষা
কিমুৎসুকোঽসীহ মৃগেন্দ্রনন্দন॥৩৩॥

বঙ্গার্থ : হে মৃগেন্দ্রনন্দন! মত্ত হাতির গণ্ডভেদে নখর প্রসারিত না করে কেন তুমি ক্রোধবশত এই মৃগশিশুকে হত্যা করতে উদ্যত হচ্ছ? [বসন্ততিলক]

আস্তে নৈধ কুশাদিকাননভুবি [প্রোক্তা][২৮]মদন্তা বল-
শ্রেণীকুম্ভকদম্বপাটনসমুদ্ভূতা প্রমোদাবলী।
অত্রাগত্য হঠা দ্গিরীন্দ্রগহনং হিত্বা মৃগেন্দ্র স্বয়ং
হত্বা খেটকুরঙ্গকোলশশকান্ প্রীতির্ভবেৎ কীদৃশী॥৩৪॥

---

২৭. পাঠোদ্ধার ত্রুটিপূর্ণ

২৮. মূলে 'প্রোঙ্গা', অর্থ দুর্বোধ্য

বঙ্গার্থ : হে মৃগেন্দ্র! মদমত্ত হস্তিসমূহের কুম্ভ বিদীর্ণকরণে তোমার যে আনন্দ তাতো এই কুশাদি কাননে নেই; তা হঠাৎ গিরিগুহা ত্যাগ করে এখানে এসে ঘোটক, হরিণ, শূকর, শশক মেরে তুমি কি আনন্দ পাও? [শার্দূলবিক্রীড়িত]

ইহৈব কুশকাননে শশকুরঙ্গকোলাদিভি-
র্মৃগেন্দ্র পশুভির্বৃতে ভবতু হন্ত কা তে রতিঃ।
গিরীন্দ্রগহনং গতঃ প্রকটয়া স্বরূপাং ক্রিয়াং
করীন্দ্রকটকোটিষু স্ফুরতু নাখরী চাতুরী॥৩৫॥

বঙ্গার্থ : হে মৃগেন্দ্র! এই কুশকাননে খরগোস, হরিণ, শূকরাদি দ্বারা পরিবৃত হওয়ায় তোমার আসক্তি কেন? পর্বতগুহায় গিয়ে তোমার অনুরূপ কর্ম গজেন্দ্রের গণ্ডদেশ বিদারণে তোমার দক্ষতা প্রকাশিত হোক। [পৃথ্বী]

প্রভুং বালমিতি জ্ঞাত্বা রাজ্ঞাং ন তনুতে বুধঃ।
কৃষ্ণসর্পশিশোর্মূর্দ্ধ্নি কঃ করোতি পাদাহতম্॥৩৬॥

বঙ্গার্থ : রাজা বালক জেনেও পণ্ডিত ব্যক্তি কি তার প্রশংসা করে না? কৃষ্ণসর্প শিশু হলেও কে তার মাথায় পদাঘাত করে? [শ্লোক]

যত্র প্রমত্তকরিকুম্ভবিপাটনেন
কেলীং সদৈব বিপিনে তনুতে মৃগেন্দ্রঃ।
তত্রস্থিতস্য চ সমুৎপ্লবতাং প্রকামং
ক্ষেমংকরী ন খলু কোলকিশোরকস্য॥৩৭॥

বঙ্গার্থ : অরণ্যে যেখানে মৃগেন্দ্র প্রমত্ত গজেন্দ্রের কুম্ভ বিদীর্ণ করে সর্বদা আনন্দ করে, সেখানকার শূকরশাবকের লম্ফঝম্ফ একেবারেই মঙ্গলজনক নয়। [বসন্ততিলক]

কেতকীকুন্দবন্ধুকমধুমুগ্ধমধুব্রতঃ।
কদাচিদপি দৃক্পাতং করোষি ন হি পঙ্কজে॥৩৮॥

বঙ্গার্থ : কেতকী-কুন্দ-বন্ধুকের মধুপানে মুগ্ধ হে মধুপ! কখনও তুমি পঙ্কজের প্রতি দৃক্পাতও করো না। [শ্লোক]

সৌরভ্যরস্যং রসসারপূর্ণং
পুন্নাগমুখ্যং সুমনঃসমূহম্।
পার্শ্বে বিহায়াপি বতো দ্বিরেফ
ধূর্তে সদা ধাবতি মানসস্তে॥ ৩৯॥

বঙ্গার্থ : হে মধুপ! সুগন্ধ ও সুস্বাদু রসে পূর্ণ শ্রেষ্ঠ শ্বেতপদ্মসমূহ ত্যাগ করে, হায়! কেন তোমার মন সর্বদা পার্শ্বস্থিত ধুতরা ফুলের দিকে ধাবিত হয়? [ইন্দ্রবজ্রা]

ফুল্লপঙ্কজবনীমপহায়
স্বেচ্ছয়ৈব কূটজং ভজসে যৎ।
তত্র তৎ কথয় ষট্পদ সত্যং
কীদৃশানি মধুরাণি মধূনি॥৪০॥

বঙ্গার্থ : হে ষট্পদ! তুমি যে প্রস্ফুটিত পদ্মবনকে উপেক্ষা করে স্বেচ্ছায় কুড়চি ফুলকে ভজনা করছ, সত্যি করে বলতো তার মধু কেমন মিষ্টি? [স্বাগতা]

পীত্বা মধূনি সুরসানি সরোজিনীনা-
মঙ্কেঽতিকোমলতরে বসতিং বিধায়।
ভৃঙ্গ প্রধাবসি যতঃ কুটজেষু শশ্ব-
ন্মন্যে ততঃ সুমতিচঞ্চলচিত্তবৃত্তিঃ॥৪১॥

বঙ্গার্থ : হে মধুপ! সুমিষ্ট মধু পান করে পদ্মিনীর অতিকোমল কোলে/বুকে বাস করেও যেহেতু বারংবার কুড়চি ফুলের প্রতি ধাবিত হও, তাই মনে হয় তোমার চিত্ত খুবই চঞ্চল। [বসন্ততিলক]

হিত্বা সরসিজবিপিনং ধাবসি কুটজে ভৃশং মোহাৎ।
মধুকর কথয় কথং মে পুনরাবৃত্তৌ ন লজ্জসে নূনম্॥৪২॥

বঙ্গার্থ : হে মধুকর! পদ্মবন রেখে প্রচণ্ড মোহে তুমি যে কুড়চিবনে ছুটে যাচ্ছ, তা আমাকে বলত, আবার ফিরে এলে তোমার কিছুমাত্র লজ্জা করবে না? [আর্যা]

তূর্ণং পীযূষপূর্ণং সরসিজবিপিনং কেশরৌঘং [পুনশ্চ][২৯]
[মাকন্দমুকুন্দরতো তিচরিতদলং সীধুরম্যং সমন্তাৎ][৩০]।
হিত্বা ধামস্য জশ্রং[৩১] প্রমুদিতহৃদয়ো নীবাসোধূর্তে পুষ্পে
তস্মান্মন্যেঽতিমূঢ়ং ত্বমসি মধুকরোন্মত্ততা তেঽত্র গল্ভা॥৪৩॥

বঙ্গার্থ : হে মধুকর! চারদিকের মধুপূর্ণ এই পদ্মবন এবং নাগকেশর ত্যাগ করে তুমি মাকন্দ-মুকুন্দ এবং ধুতরা ফুলে আসক্ত হচ্ছ; তাই মনে হয় তুমি একজন অতিশয় মূর্খ; তোমার এ মত্ততা অকারণ। [স্রগ্ধরা]

স্থিত্বা মনোজ্ঞতরপঙ্কজকাননেঽস্মিন্
পীত্বা মধূনি মধুরাণি সদা প্রকামম্।
ক্রোড়ে বিধায় বসতিং নিশিপদ্মিনীনাং
কেন প্রধাবসি ভৃশং কুটজে দ্বিরেফ[৩২]॥৪৪॥

বঙ্গার্থ : হে দ্বিরেফ! মনোরম পদ্মবনে থেকে সর্বদা তার সুমিষ্ট মধু পান করে, নিশিপদ্মের বুকে আশ্রয় নিয়ে কেন কুটজের প্রতি ধাবিত হচ্ছ? [বসন্ততিলক]

---

২৯. মূলে নেই, অর্থসঙ্গতি রেখে পূরণ করা হলো।
৩০. অর্থ দুর্বোধ্য।
৩১. অর্থ দুর্বোধ্য।
৩২. মূলে বিসর্গ (ঃ) আছে, কিন্তু হবেনা।

লব্ধ্বা সুখান্যপি বহূনি লঘুস্বভাবঃ
ক্ষুদ্রেষু কর্মষু সদা বিদধাতি চেতঃ।
ধাবন্তি ফুল্লকমলানি বিহায় শশ্ব-
দ্বন্ধূককুন্দকুটজেষু কথন্নু ভৃঙ্গাঃ॥৪৫॥

বঙ্গার্থ : নিচ স্বভাবের ব্যক্তি পর্যাপ্ত সুখ লাভ করেও সব সময় হীন কাজেই মনোনিবেশ করে; ভ্রমরেরা বিকশিত পদ্মসমূহকে ত্যাগ করে বারবার কেন বন্ধুক-কুন্দ-কূটজের প্রতি ধাবিত হয়? [বসন্ততিলক]

স্বভাবোর্ণাবহস্তোয়ং কাকশ্চিত্তমদাবলীম্।
নাতনোতি দৃগানন্দং মাকন্দেঽপ্যনিশং স্থিতঃ॥৪৬॥[৩৩]

গগণং তিমিরকদম্বৈঃ পূরিতমধুনা কদা চরস্য।
পূর্ণসুধাকরবিম্বং ভবিতা চিত্তপ্রামদায়॥৪৭॥

বঙ্গার্থ : আকাশ যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে তখন পূর্ণ চন্দ্রের ছায়া চিত্তের আনন্দ জন্মায়। [আর্যা]

ক্রান্ত্বা শীতং তুষারপুষ্পসময়ং সম্প্রাপ্তবান্ সাম্প্রতং
গ্রীষ্মং তত্র ন দৃশ্যতে জলধরঃ প্রোদ্দামধারা[৩৪] কুতঃ।
তেনাতীববিনির্দয়াং[৩৫] প্রনিহিতাং পীড়ামবাপ্যাপ্যয়ং
শারঙ্গেন জহাতি জীবনমহো বর্ষাগমাকাঙ্ক্ষয়া॥৪৮॥

বঙ্গার্থ : মেঘ (অতিকষ্টে) শীতকালটা অতিক্রম করে কেবল গ্রীষ্মকালে পড়েছে, কিন্তু তার উদ্দাম জলধারা এখনও দেখা যায়নি; তাই বর্ষার পথ চেয়ে চাতক অতিশয় নিষ্ঠুর গুপ্তরোগে প্রাণ ত্যাগ করছে। [শার্দূলবিক্রীড়িত]

---

৩৩. পাঠোদ্ধার ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় অর্থ করা সম্ভব হয়নি।
৩৪. মূলে 'প্রোজ্জামধারা', অর্থ দুর্বোধ্য।
৩৫. মূলে 'বিনির্দ্দয়ং', কিন্তু হওয়া উচিত 'বিনির্দ্দয়াং'।

যদ্যপি জলকদম্বৈঃ পূর্ণমনন্তং তথাপি চাতকস্য।
ন ভজতি মনঃ প্রশান্তিং জীবনধারোৎসুকস্যাশু॥৪৯॥

বঙ্গার্থ : মেঘমালায় আকাশ যদিও পূর্ণ তথাপি জীবন-ধারণে উৎসুক চাতকের মন সহজে শান্ত হয়না। [আর্যা]

ক্রান্ত্বা মাসানপি কতিপয়াংশ্চাতকোঽতিপ্রযত্নাৎ
প্রাপ্তস্তস্মাত্তপনকিরণৈর্দুঃসহং গ্রীষ্মমেব।
কিঞ্চিৎ ক্রান্ত্বা তমপি সততং শুষ্ককাষ্ঠোঽতিদুঃখী
বাঞ্ছা চ [যোৎভ্যুদতব][৩৬]কৃপাং জীবনায়াশু নান্যম্॥৫০॥

বঙ্গার্থ : চাতক অতিকষ্টে কয়েকটি মাস অতিক্রম করে সূর্যকিরণে দুঃসহ গ্রীষ্মকাল পেয়েছে; তাকেও কিঞ্চিৎ অতিক্রম করে অতীব দুঃখী শুকনো কাঠের মতো জীবন ধারণের জন্য সর্বদা ... তোমার কৃপা কামনা করছে, অন্য কিছু নয়। [মন্দাক্রান্তা]

কালে বিশ্বহিতার্থায় জীমূতেন বিতন্যতে।
বৃষ্টির্নার্চ্যঃ কৃপয়া জানাতীতি স চাতকঃ॥৫১॥

বঙ্গার্থ : মেঘ কৃপাবশত বিনা প্রার্থনায় যথাসময়ে জগতের মঙ্গলের জন্য বৃষ্টি দান করে — একথা সেই চাতক জানে। [শ্লোক]

স্ফুর্যন্মঞ্জুলপদ্মরেণুকপিশে [৩৭]স্রোতস্বতীজীবনে
স্বচ্ছন্দং বিহরন্মনোরমপয়ঃপানং বিধায়ানিশম্।
দুর্দৈবেন চ হন্ত কেনচিদহোস্যোরাজহংসঃ স্বয়ং
মীনাদানবিধানতোতি কিময়ং[৩৮] কূপোদকং সেবতে॥৫২॥

বঙ্গার্থ : প্রস্ফুটিত পদ্মের রেণুতে পীতবর্ণ স্রোতস্বতীর জলে দিবারাত স্বেচ্ছা বিহার করে এবং তার মনোরম জল পান করে যে রাজহাঁস সে কি

৩৬. দুর্বোধ্য।
৩৭. মূলে 'শ্রোতস্বতী', বানান ভুল।
৩৮. মূলে '-তিকিমষং', অর্থ দুর্বোধ্য।

কখনও দৈববশত হলেও মৎস্যসঙ্কুল কূপের জল পান করে? [শার্দূলবিক্রীড়িত]

যত্র নাস্তি ত্বং মনোজ জীবনং
ভোজনায় নলিনী নৃপালিকা।
তত্র পৃচ্ছতি ন কোহপি বার্তিকাং
রাজহংস বত কেন তিষ্ঠসি॥৫৩॥[৩৯]

নাসি পক্ষোপ দুর্দৈবাদকালে পিতরৌ হতৌ।
রাজহংসশিশোরস্য ভবিতা কীদৃশী গতিঃ॥৫৪॥

বঙ্গার্থ : এই রাজহংসশিশুর এখনও পাখা গজায়নি; হঠাৎ যদি এর পিতা-মাতা মারা যায় তাহলে এর কি গতি হবে? [শ্লোক]

পাকো যত্নাদ্যদপি সততং মুক্তভক্ষৈ র্বালকৈঃ
শিক্ষাযোগৈরপি চিরদিনং তদ্বধিজ্ঞেন পুষ্টঃ।
শ্যেনো ধাবত্যহহ সময়ং প্রাপ্য দূরাতিদূরে
মূঢ়াঃ কুর্বন্ত্যসি তনয়া ন স্নেহভাবং মামতি॥৫৫॥

বঙ্গার্থ : মানবশিশুকে সর্বদা অতিযত্নে লালন-পালন, বিবিধ খাবার প্রদান এবং দীর্ঘকাল শিক্ষাদানের ফলে সে পরিপক্ক হয়; কিন্তু শ্যেন সময় পেলেই দূর থেকে দূরে চলে যায়; আসলে নিচ প্রাণীদের সন্তানের প্রতি ভালবাসা অত্যন্ত কম। (ভাবার্থ) [মন্দাক্রান্তা]

পীয়মানমপহায় মনোজ্ঞং
সাধুষট্‌চরণ পঙ্কজসীধু।
নিবহে কথমহো বত মোহা-
দ্ধাবসি ত্বমিহ কুঞ্জনিকুঞ্জে॥৫৬॥

৩৯. পাঠোদ্ধার ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় অর্থ করা সম্ভব হয়নি।

বঙ্গার্থ : ওহে সাধু মধুপ! পদ্মের পানরত মনোহর মধু ত্যাগ করে, হায়, কেন তুমি মোহবশত বন্যফুলে ধাবিত হচ্ছ? [স্বাগতা]

আসীৎ কল্পতরুপ্রসূতবিলসন্মাধ্বীকমুগ্ধঃ সদা
দৈবাত্তেন চ পঙ্কজাতবিপিনং তস্মাৎ সমাসাদিতম্।
তূর্ণং হন্ত বিধের্বিধানবশতো নষ্টং তুষারেণ তৎ
সোঽয়ং ধাবতি ষট্পদঃ পুনরহো কুন্দেষু মন্দারদঃ॥৫৭॥

বঙ্গার্থ : কল্পবৃক্ষের পুষ্পমধুতে সদা মুগ্ধ ছিল, হঠাৎ তাকে পদ্মবনে আসতে হল; তুষারে পদ্ম বিনষ্ট হওয়ায় এই সেই ভ্রমর এখন কুন্দফুলে ধাবিত হচ্ছে। [শার্দূলবিক্রীড়িত]

ভৃঙ্গ নন্দনবনবিহারিণঃ
সাম্প্রতং কথয় কুন্দকাননে।
মন্দ মন্দ মুকুন্দসেবনাৎ
কীদৃশী ভবতি হন্ত তে রতিঃ॥৫৮॥

বঙ্গার্থ : হে ভ্রমর! নন্দনবন বিহারের পর এখন কুন্দকাননে একটু একটু মুকুন্দসেবনে কেমন লাগছে বল? [রথোদ্ধতা]

বিকচকমলিনীনাং ক্রোড়মাস্থায় হৃষ্টঃ
প্রতিপদমপি পীত্বা স্বেচ্ছয়া সীধুসারম্।
ত্বমপি বিগতবানঃ সাম্প্রতং নিম্নযোগা-
ন্মধুকর মধুলোভাদ্ধূর্তপুষ্পং প্রযাসি॥৫৯॥

বঙ্গার্থ : হে মধুকর! প্রস্ফুটিত পদ্মসমূহের কোলে আশ্রয় নিয়ে ইচ্ছামতো তাদের মধু পান করেছো, আর এখন সেই তুমিও অতীত ভুলে নীচসংসর্গবশে তাই মধুর লোভে ধুতরা ফুলের প্রতি ধাবিত হচ্ছ? [মালিনী]

আজন্মাবধি কাননে মধুলবৈঃ শূন্যাং সুবে[৪০] কেতকীং
সংসেব্যাপ নিতান্ত বঃ সহবতং গাত্রোপবাতং পুরা।
সোঽয়ং পুণ্যবশেন সাম্প্রতমহো ফুল্লারবিন্দোন্নমৎ
তাদৃঙ্‌মঞ্জুলসীধুসারকরণৈঃ স্ফীতোঽভবাং ষট্‌পদঃ॥৬০॥

বঙ্গার্থ : ভ্রমর আজন্মাবধি মধুহীন কেতকীবনে থেকে থেকে কৃশতা প্রাপ্ত হয়েছে; সম্প্রতি বিকশিত পদ্মবনে এসে সুস্বাদু মধু পান করে স্ফীত হয়ে গেছে। (ভাবার্থ) [শার্দূলবিক্রীড়িত]

সরসিজনবমল্লীমালতীকেশরাদ্যৈ-
[র্নিচি][৪১] তমিদমরণ্যং শালহিন্তালতালৈঃ।
অবিরতপরিপূর্ণং দৈবযোগাৎ প্রয়াতং[৪২]
কথয় মধুকরাস্তে কেন জীবন্তি নূনম্॥৬১॥

বঙ্গার্থ : ওহে মধুকরেরা! পদ্ম-মল্লিকা-মালতী-নাগকেশরে পূর্ণ এই অরণ্য যদি হঠাৎ শাল-তাল-হিন্তালে পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে, বল, কিভাবে তোমরা মুহূর্তকাল জীবন ধারণ করবে? [মালিনী]

সাধুসঙ্গবশতো মলিনানাং
সাধুতৈব সততং প্রতিভাতি।
লোচনদ্বয়গতং তরুণীনা-
মঞ্জনঞ্চ ভজতে সুভগত্বম্॥৬২॥

বঙ্গার্থ : সজ্জনদের সঙ্গে থাকলে দুর্জনদের সজ্জনতাই সর্বদা প্রকাশ পায়; তরুণীদের নেত্রযুগলে সংগত কাজলও তাই সুন্দর লাগে। [স্বাগতা]

এণীদৃশঃ কঠিনতো গুরুপীনতুঙ্গ-
বক্ষোজয়োর্হি জননঃ প্রমদাবহৈব।

৪০. মূলে 'সুমেহ-', অর্থ দুর্বোধ্য।
৪১. মূলে নেই, অর্থসঙ্গতি রেখে পূরণ করা হলো।
৪২. মূলে 'প্রয়াতঃ', এতে অর্থ হয়না।

তত্তাদৃশস্য মহিমানমুপাশ্রিতস্য
দোষোঽপি চ স্ফুরতি হন্ত রতির্ন কেষাম্॥৬৩॥

বঙ্গার্থ : হরিণাক্ষীর সুডৌল স্তনদ্বয় মর্দন আনন্দদায়ক/শ্রমদায়ক; তদ্রূপ মহিমান্বিতের দোষ থাকলেও কার না ভাল লাগে? [বসন্ততিলক]

ন ভাতি মিত্রাভ্যুদয়ে [গতঞ্চিৎ][৪৩]
দোষাগমেম্বেব ভবেৎ প্রসন্নঃ।
মালিন্যমুচ্চৈর্হৃদয়ে দধানঃ
খলোপসোঽয়ং খলু [লাতভানুঃ][৪৪]॥৬৪॥

বঙ্গার্থ : বন্ধুর উন্নতিতে খুশি হয়না, কিন্তু অপযশে খুশি হয়; এরা হচ্ছে অন্তরে মলিনতাপূর্ণ দুর্জন। (ভাবার্থ)[উপজাতি]

মহতঃ স্বল্পদোষোঽপি দুষণায়ৈব জায়তে।
কলাকুলযুতস্যেব রজনীশস্য লক্ষণম্॥৬৫॥

বঙ্গার্থ : মহৎ ব্যক্তির স্বল্প দোষও নিন্দার কারণ হয়, যেমন চাঁদের গায়ে সামান্য কালো দাগ। [শ্লোক]

সম্পদি মধুরবচসা ভজন্তি
সুহৃদপ্যহো ন তু গ্লানৌ।
বিকচসরোরুহমলয়ঃ
প্রমুদিতহৃদয়াঃ প্রযান্তি [সুদ্রিতলম্][৪৫]॥৬৬॥

বঙ্গার্থ : হায়! বন্ধুও সুসময়ে মিষ্টি কথায় আদর করে, কিন্তু দুর্দিনে নয়; [অর্থ দুর্বোধ্য]।

---

৪৩. পাঠোদ্ধার ত্রুটিপূর্ণ।
৪৪. পাঠোদ্ধার ত্রুটিপূর্ণ।
৪৫. পাঠোদ্ধার ত্রুটিপূর্ণ।

শরদি সরোরুহবিপিনে কতি কতি মধুপা ন তিষ্ঠন্তি।
শিশিরৈঃ শোষিতবিভবে কোঽপি চ বার্তাং ন গৃহ্লাতি॥৬৭॥

বঙ্গার্থ : শরতে পদ্মবনে কতশত মধুপই না অবস্থান করে; কিন্তু শীতে মধু শেষ হয়ে গেলে কেউ খবরও নেয় না। [আর্যা]

দৃষ্টা শুষ্কমিদন্তু বারিবিরহাদম্ভোজিনীকাননং
মল্লীকেশরমালতীষু বিহরন্মুগ্ধো শিরে ষট্‌পদ।
পাথোদেন চ সাম্প্রতং যদি কৃপা তূর্ণং সমাতন্যত
ভূয়াদেব পুনস্তদেব সততং বাসায় সৌখ্যায়তে॥৬৮॥

বঙ্গার্থ : জল বিনে এই পদ্মবনকে বিশুষ্ক দেখে, হে ষট্‌পদ! মল্লিকা, নাগকেশর আর মালতীর মাথায় মুগ্ধ হয়ে বিহার করছ; কিন্তু এখন জলদের কৃপা হওয়ায় দ্রুত আবার অবস্থানের জন্য ভাব দেখাচ্ছ। [শার্দূলবিক্রীড়িত]

বিতরতি সুখকালে প্রীতিমুচ্চৈস্তবায়ং
প্রথয়তি খলু রুষ্টং সোঽপি তদ্বত্যয়ে তু।
সুললিতকরসংঘৈঃ শীতলৈঃ শীতভানু-
র্ভবতি বিরহিণীনাং স্বান্ততাপৈকহেতুঃ॥৬৯॥

বঙ্গার্থ : বিরহিণীদের মনস্তাপের একমাত্র হেতু এই চন্দ্র তার শীতল ও কোমল কিরণসমূহে সুসময়ে পর্যাপ্ত আনন্দ দেয়, আবার দুঃসময়ে রুষ্টও হয়। [মালিনী]

প্রবলতরতুষারৈঃ শীর্ণপত্রং মরুস্থং
প্রখরতপনতাপৈঃ শুষ্কশাখাকদম্বম্।
বিষমদরহুতাশজ্বালয়া চাতিজীর্ণং
রসদরসনিষেকাচ্ছাখিনং ত্রাহি তূর্ণম্॥৭০॥

বঙ্গার্থ : প্রবল তুষারপাতে শীর্ণপত্র, প্রখর সূর্যতাপে বিশুষ্কশাখা, তীব্র বহ্নিতাপে অতিশয় জীর্ণ এই মরুকদম্বকে শীঘ্র বারিষেকের দ্বারা রক্ষা কর। [মালিনী]

উদ্বেজিতা দুর্জনদুষ্টচেষ্টিতৈ-
র্মহান্তমাশ্রিত্য ভজন্তি নিবৃ... ।
... ...
...॥৭১॥ [ইন্দ্রবংশা]